গতকাল মংগলবার সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লীগ (কাদের-চুন্নু) সদস্যরা লাঠিসোটা সজ্জিত হয়ে ডাকসুর নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না ও আখতারুজ্জামান নেতৃত্বে পরিচালিত বিজয় মিছিল আক্রমণের জন্যে রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের মাঝপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে

—দেশ

ডাকসু নির্বাচন

মান্না-আখতার পুনঃনির্বাচিত

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা করা হয়েছে। ডাকসুর সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে আ, ফ, ম, মাহমুদুর রহমান মান্না এবং জনাব আখতারুজ্জামান। ১৯টি পদের মধ্যে ১৩টি পেয়েছে ছাত্রলীগ (কাদের-চুন্নু) বাকী ৬টি পেয়েছে ছাত্রশিবির (মান্না আখতার) প্রার্থীরা।

সহ-সভাপতি পদে জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না (নির্বাচিত) পেয়েছেন ৪ হাজার ৪ শত ৩১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব ওবায়দুল কাদের পেয়েছেন ২ হাজার ৫ শত ৬৫ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে জনাব আখতারুজ্জামান (নির্বাচিত) মোট ৩ হাজার একশত ৮০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব বাহারুল মজনুন চুন্নু পেয়েছেন ৩ হাজার ২৩ ভোট।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু (ছাত্রলীগ, মান্না আখতার)। তিনি ২ হাজার ৬ শত ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ হাবিবুর রহমান (ছাত্রলীগ কাদের-চুন্নু) পেয়েছেন মোট ২ হাজার ৫ শত ১০ ভোট।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ১৬ হাজার আট শত। ভোট দিয়েছেন মোট ১০ হাজার ৩ শত ১৩ জন ভোটার। ভোটদানের শতকরা হার ছিল ৬১ দশমিক ০৪ জন। গতবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৩ শত। ভোট দিয়েছিলেন ৮ হাজার ৩ শত ৫৯ জন। শতকরা হার ছিল মাত্র ৪৭.২৩ জন।

ডাকসু নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন: সহ-সভাপতি— জনাব আঃ ফ ম, মাহমুদুর রহমান মান্না (ছাত্রলীগ মান্না আখতার) সাধারণ সম্পাদক— জনাব আখতারুজ্জামান (ছাত্রলীগ-মান্না আখতার) সহ-সাধারণ সম্পাদক— মোঃ মনজুরুল ইসলাম (মঞ্জু) (ছাত্রলীগ মান্না-আখতার) সম্পাদক, মিলনায়তন- মাহমুদুর কাদের কোরাইশী মঞ্জু (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) সম্পাদক, বিজ্ঞান মিলনায়তন— মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) সম্পাদিকা, ছাত্রী মিলনায়তন জেসমিন খানম (ছাত্রলীগ কাদের-চুন্নু সম্পাদক সমাজসেবা — কাজী এ, টি, এম, আনিসুর রহমান (বুলবুল) (ছাত্রলীগ— মান্না-আখতার) সাহিত্য সম্পাদক, আলী ওয়াজেদ জাফর (জাফর ওয়াজেদ) (ছাত্রলীগ, (কাদের-চুন্নু), ক্রীড়া সম্পাদক— বাদল কুমার রায় (ছোট বাদল) (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) সম্পাদক, সামাজিক আপ্যায়ণ— এ, এম, এম, মহিউজ্জামান চৌধুরী (মহুনা), (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) ৯টি সদস্য পদঃ জনাব , আ, ফ, ম, মোস্তফা কামাল (ছাত্রলীগ মান্না-আখতার) মোঃ শাহজাহান সাজু (ছাত্রলীগ মান্না-আখতার) জনাব ইউসুফ খান পাঠান (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু), এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান (বাবলু), (ছাত্রলীগ কাদের-চুন্নু), অসীম কুমার উকিল (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) এম, হুমায়ুন মাহমুদ (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু), জনাব আমীর হোসেন (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু)। জনাব মনজুরুল হক সরকার (মনজু) (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) এবং মোঃ মিজানুর রহমান (মিজান) (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু)।

পবিত্র আশুরা

(প্রথম পাতার পর)

এছাড়া অন্য হোসেনী দালান ইমামবাড়া মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ, পুরানা পল্টন ও মীরপুরে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আশুরা উপলক্ষে আজ আজিমপুরে মেলা বসবে।

এই দিন সরকারী ছুটির দিন। দেশের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের অফিস আজ বন্ধ থাকবে।

ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জনাব আখতারুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বিজয়ী দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশিত হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে গতকাল সকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দু'টি দল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খবর বাসসর।

ডাকসুর পুনর্নির্বাচিত সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিজয় মিছিল সূর্যসেন হলের সম্মুখে আসলে ছাত্রলীগ (কাদের-চুন্নু) কর্মীদের সাথে তাদের এক সংঘর্ষ বাঁধে।

সংঘর্ষ দ্রুত কলাভবন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্ররা লাঠি ও ইট নিয়ে পরস্পরের প্রতি হামলা চালায়।

উভয় দলেরই কয়েকজন ছাত্র সামান্য আহত হয়। তবে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করার খবর পাওয়া যায়নি।

২২টি আসন পেয়েছে

(প্রথম পাতার পর)

হল ছাত্র সংসদ : শিক্ষা জীবনের কৃতি ও সফল ছাত্র জনাব ফয়েজউল্লা ১৯৭৯ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অনার্স পাশ করেন। জনাব ফয়েজ প্রেসিডেন্ট জিয়ার উৎপাদনমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ছাত্রদলে যোগদান করেন। তিনি শহীদুল্লাহ হলের প্রাক্তন আহবায়ক। বর্তমানে তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞানের এম এস সি শেষ পর্বের ছাত্র।

জনাব ফয়েজ আশা প্রকাশ করেন যে, ছাত্রদল অদূর ভবিষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র সংগঠনে রূপলাভ করবে। দেশ-প্রেম, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জনগণের সেবার আদর্শ নিয়ে আমরা ছাত্র সমাজকে জয় করতে পারবো বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আ ন ম এহসানুল হক (মিলন) সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ : প্রতিশ্রুতিশীল ক্রীড়ামোদী জনাব মিলন একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে বেশ পরিচিত। তার চেষ্টায় ফজলুল হক হলে একটি ব্যায়ামাগার নির্মিত হয়। বর্তমানে তিনি তৃতীয় বর্ষ বি এস সি (সম্মান) রসায়ন বিভাগের ছাত্র। জনাব মিলন বলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আমাদের বিজয় আমাদের রাজনীতির সঠিকতাই প্রমাণ করে। আমরা ছাত্রদের সমস্যার সমাধানে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেব। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

মিস সেলিমা আখতার সাধারণ সম্পাদিকা, রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ : তিনি গত বছরও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মনোনয়ন পেয়ে জি এস পদে রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি হলের বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি বলেন, আমাদের এই বিজয় হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিজয়, একটি স্বাধীন দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতার বিজয়।

মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ, সহ-সভাপতি শহীদুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ

জনাব গোলাম মাওলা (মানিক) সহ-সভাপতি, কবি জসিমউদ্দিন হল ছাত্র সংসদ

জনাব আ ন ম এহসানুল হক (মিলন) সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ

রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা মিস সেলিমা আখতার

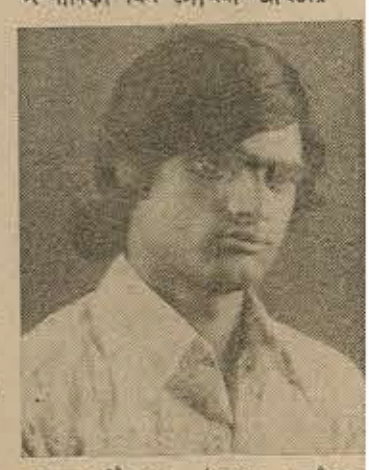

জনাব জাকিরুল ইসলাম (জাকির) সাধারণ সম্পাদক, মহসিন হল ছাত্র সংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন হলে ছাত্রদল ২২টি আসন পেয়েছে

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

গত সোমবার অনুষ্ঠিত হল সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিভিন্ন হলের ৩টি সহ-সভাপতি পদ এবং ২টি সাধারণ সম্পাদক পদসহ মোট ২২টি আসন লাভ করেছে।

জন্মের দু'বছরের মধ্যে একটি ছাত্র সংগঠনের এই বিজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের নির্বাচনেও ছাত্রদল প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কবি জসিমউদ্দিন হল এবং রোকেয়া হল সহ কয়েকটি আসন লাভ করে। এবারের নির্বাচনে ছাত্রদল থেকে বিজয়ী ৩ জন সহ-সভাপতি এবং দু'টি সাধারণ সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো :

জনাব গোলাম মাওলা মানিক : সহ-সভাপতি কবি জসিমউদ্দিন হল ছাত্রদলের জন্মের প্রথম বছরই (১৯৭৯) তিনি হল সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পর তিনি হল সংসদের কার্যকরী সহ-সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তিনি হল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তৎপরতার সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

এক সাক্ষাৎকারে জনাব মানিক তার এই বিজয়কে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উৎপাদনমুখী রাজনীতিরই ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করেন।

জনাব জাকিরুল ইসলাম (জাকির) সাধারণ সম্পাদক, মহসিন হল ছাত্র সংসদ : মুক্তিযোদ্ধা জনাব জাকিরুল ইসলাম জাকির অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সম্মান পরীক্ষার্থী।

জনাব জাকির বলেন, হলের ছাত্রদের সমস্যাবলী সমাধানে এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে আমি বিশেষভাবে তৎপর হবো। মোঃ ফয়েজউল্লাহ (ফয়েজ) সহ-সভাপতি : শহীদুল্লাহ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন)